মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৪৯৯

পর্ব-১০: আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰى)

পরিচ্ছেদঃ ৭. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - মৌলিক দু‘আসমূহ

আরবী

وَعَن أبي هريرةَ قَالَ: دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُهُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُعْظِمُ شُكْرَكَ وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ وَأَحْفَظُ وصيتك» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

বাংলা

২৪৯৯-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি দু’আ মুখস্থ করেছি, যা আমি কক্ষনো পরিত্যাগ করি না- (দু’আটি হলো) ’’আল্ল-হুম্মাজ্’আলনী উ’যিমু শুক্‌রাকা ওয়া উকসিরু যিক্‌রাকা ওয়া আত্তাবি’উ নুস্‌হাকা ওয়া আহফাযু ওয়াসিয়্যাতাকা’’ (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন তাওফীক দাও, যাতে আমি তোমার শুকর-গুজার হতে পারি, বেশি বেশি তোমার জিকির [স্মরণ] করতে পারি, তোমার নাসীহাত [উপদেশ] পালন করতে পারি এবং তোমার হুকুম রক্ষা করতে পারি।)। (তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : তিরমিযী ৩৬০৪, আহমাদ ৮১০১, য‘ঈফ আল জামি‘ ১১৬৬। কারণ এর সানাদে ফারায ইবনু ফুযালাহ্ একজন দুর্বল রাবী। আর আবূ সা‘ঈদ আল হিম্সী একজন মতভেদপূর্ণ রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: হে আল্লাহ! তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে আমাকে মহান করো। অর্থাৎ- বেশি বেশি তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং সর্বদা তোমাকে স্মরণে রাখার তাওফীক দান করো। তোমার প্রদত্ত অগণিত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীর উপর যেসব কাজ করা আবশ্যক সেসব কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক দাও।

তোমার নাসীহাতের অনুসরণ করার তাওফীক দাও। অর্থাৎ- তোমার সন্তুষ্টির নিকটবর্তী করে দেয় এমন কাজ যথাযথভাবে করা এবং তোমার অসন্তোষ সৃষ্টি করে এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকার তাওফীক দাও। নাসীহাত বলতে মূলত আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতা এবং কারো জন্য কল্যাণ কামনা করাকে বুঝায়।

তোমার ওয়াসিয়্যাতসমূহ সংরক্ষণ তথা আদেশসমূহ প্রতিপালন ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ বর্জন যেন আমি করতে পারি সে তাওফীক দাও।

তাছাড়া নিম্নোক্ত আয়াতে যা বলা হয়ে তা পালনের তাওফীক দাও। মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهِ

“তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে।” (সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৩১)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের জন্য একটিই ওয়াসিয়্যাত। আর তা হলো তাকওয়া অথবা সকল সময়ে সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা এবং তার বণ্টন ব্যবস্থার (তাকদীরের) উপর সন্তুষ্ট থাকা।

ইমাম ত্বীবী বলেন, নাসীহাত হলো কারো জন্য কল্যাণ কামনা করা। এর দ্বারা বান্দার হককে বুঝানো হচ্ছে। অপরদিকে ওয়াসিয়্যাত দ্বারা আল্লাহর হাক্বের অন্তর্ভুক্ত আদেশ পালন এবং নিষেধ বর্জন করাকে বুঝায়। আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57059

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন